তারিখ ... 16 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

বেসরকারি অনার্স কলেজ

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষার মান

মুসতাক আহমদ

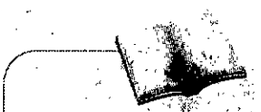

বেসরকারি অনার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা দক্ষ শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। কমপক্ষে চারশ' কলেজে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নেই। সরকারি বেতন-ভাতা পান না বলে যোগ্যরা এদিকে আসতে চান না। ফলে কম যোগ্যদের দখলে চলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো। এদের অনেকেই নিয়মিত ক্লাস নেন না। ক্লাসে এলেও শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠদান করতে পারেন না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এছাড়া অবকাঠামোসহ ক্লাসরুমের সংকট তীব্র। পাঠাগারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠ্যবই নেই। ছাত্রছাত্রীরা নোট-গাইড বইনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় প্রতি বছর বেসরকারি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হওয়া কয়েক লাখ শিক্ষার্থীর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, মান নিশ্চিত না করে বেসরকারি কলেজে সম্মান শ্রেণী চালুর অনুমতি দেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত।

মানসম্পন্ন শিক্ষকের সংকট

সরকার বেতন-ভাতা দেয় না

রাজনৈতিক চাপেও নতুন কলেজের অনুমোদন

এ প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ যুগান্তরকে বলেন, এটা ঠিক যে আমাদের র‌্যাংকিংই প্রমাণ করে বেসরকারি কলেজে অনার্স শিক্ষার হাল কেমন। আসলে এ ক্ষেত্রে নানা সমস্যা আছে। শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে এক টাকাও বেতন-ভাতা পান না। অধিকাংশ শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, বই, ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিসহ নানা ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এসবের প্রভাবই পড়ছে শিক্ষার মানে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সামাজিক চাহিদা ও বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক চাপের কারণে আমরা অনেক সময় বেসরকারি কলেজে অনার্স খোলার অনুমতি দিয়ে থাকি। তবে আগামীতে এ ব্যাপারে কঠোর হব। যেসব কলেজ অনার্স পাঠদান করছে, সেসবের মানোন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত কঠোরতা অব্যাহত থাকবে।'

জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ৬৮৫টি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাঠদান চলছে। এর মধ্যে বেসরকারি কলেজে ৪১০টি। বাকি ২৭৫টি সরকারি কলেজ। বেসরকারি এসব কলেজে মানসম্পন্ন শিক্ষকের তীব্র সংকট বিদ্যমান। শনিবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনার্স পাঠদানকারী ১৫১ কলেজের র‌্যাংকিং প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে বেসরকারি কলেজ মাত্র ৬৭টি। এমনকি দেশসেরা ৫টি কলেজের মধ্যে বেসরকারি মাত্র একটি। র‌্যাংকিংয়ে দেখা যায়, বেসরকারি কলেজের তালিকায় প্রথম ২৫টির মধ্যে ১৫টিই ঢাকা শহরের কলেজ। এই চিত্র থেকে খোদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক নীতিনির্ধারক নাম প্রকাশ না করে বলেন, ঢাকার মধ্যে যেসব বেসরকারি কলেজ আছে, সেগুলোর মান মোটামুটি নিশ্চিত করার চেষ্টা আছে। কিন্তু ঢাকার বাইরের বেশির ভাগ কলেজের মানই সন্তোষজনক নয়। বেসরকারি কলেজে শিক্ষার্থী আকর্ষণ করতে উদারভাবে নম্বর দেয়া এবং নকলের সুযোগ দেয়ার অভিযোগ আছে। এর বাইরে ক্লাসে উপস্থিতি, টিউটোরিয়াল-ইনকোর্সের নম্বর দেয়া নিয়েও প্রশ্ন আছে। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম হয় ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষার মান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না বললেই চলে। এসব কারণে একজন শিক্ষার্থী উপযুক্ত না হয়েই অনার্স ডিগ্রি পাচ্ছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে যুগান্তরকে বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি কলেজ সনদ দিয়ে বাজারে গ্রাজুয়েট সরবরাহ করে। কিন্তু বাজার বলছে, তারা মানসম্মত নয়। যত্রতত্র অনার্স কলেজ খোলার অনুমোদন না দিতে সরকারকে অনুরোধ করব। তিনি বলেন, কেবল অনুমোদন দিলেই হবে না, সেসব প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখতে হবে। এজন্য জ্ঞানসাধক সাবেক শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ টিম করে দিতে হবে। এ টিম পরিদর্শন করে সরকারের কাছে রিপোর্ট দেবে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এসব কলেজে বিনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দু'বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রতিবেদনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সনদধারী গ্রাজুয়েট তৈরি করছে। এসব কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মান প্রশ্নবিদ্ধ। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, আসলে বেসরকারি কলেজের অনার্স শিক্ষার কারণেই ডিগ্রি নিয়ে এমন প্রশ্ন উঠছে। এমন বাস্তবতায় ১৩ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক অধ্যক্ষ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস উপস্থিতি নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান এ প্রসঙ্গে রোববার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি কখনোই বলি না যে আমাদের কলেজের শিক্ষার মান ভালো। এমনকি শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক দূরের কথা আঞ্চলিক মানে পৌঁছতে পারেনি।' তিনি বলেন, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, বই ইত্যাদি উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে শিক্ষার মান। বেশির ভাগ কলেজে এর কিছুই নিশ্চিত করা যায়নি।'

বেসরকারি কলেজে শিক্ষার মান প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবদুর রহমান। তিনি বলেন, র‌্যাংকিংকে কেন্দ্র করে বেসরকারি কলেজের শিক্ষার মান নিয়ে সরলীকরণ ঠিক হবে না। কেননা, র‌্যাংকিংয়ে খেলার মাঠ, ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল, শিক্ষকের আবাসনসহ এমন কিছু বিষয়ে নম্বর দেয়া হয়েছে, যা ঢাকার অনেক বেসরকারি কলেজের নেই। এমনকি এসব সূচকে ঢাকার বাইরের অনেক বেসরকারি কলেজ কম নম্বর পেয়েছে। সাধারণত এসব সুবিধা সরকারি কলেজে থাকে। তাই তারা র‌্যাংকিং তালিকায় ওপরের দিকে আছে। তাই র‌্যাংকিং বিবেচনা করে বেসরকারি অনার্স শিক্ষার মান নিয়ে ঢালাও মন্তব্য সমীচীন হবে না। তিনি বলেন, বরং কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিংসহ বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা তালিকায় প্রতি বছর আমাদের কলেজ সরকারি অনেক কলেজের চেয়ে এগিয়ে। তবে এটা ঠিক, সরকার যেহেতু বেসরকারি কলেজে অনার্স শিক্ষার অনুমতি দিয়েছে, তাই এসব শিক্ষককে এমপিও দেয়া উচিত। তাহলে সার্বিক শিক্ষার মানের উন্নতি হবে।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে প্রশিক্ষণের ঘাটতি। এমনিতে সরকারি কলেজের মতো যোগ্য শিক্ষক নেই। এরপরও যেসব শিক্ষক বেসরকারি কলেজে আছেন তারা প্রশিক্ষণ খুবই কম পান। এমপিও দিতে দেরি হলেও বেসরকারি শিক্ষকদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অল্প সময়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে।